দৈনিক
আমাদের সময়

18 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নওগাঁয় প্রধান শিক্ষক দুই মাস ধরে নিরুদ্দেশ

আসাদুর রহমান জয়, নওগাঁ ●

নওগাঁর মান্দা উপজেলার আলালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এম রেজাউল হক রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। গত দুই মাস ধরে তার হদিস মিলছে না। তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটিও বন্ধ রয়েছে। চট্টগ্রামে ইংলিশ কোর্সে প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথা বলে রমজান মাসের শুরুতে তিনি নিরুদ্দেশ হন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসও এ বিষয়ে কিছুই জানাতে পারছে না। নিখোঁজ রেজাউল হক উপজেলার কুসুম্বা ইউনিয়নের বিলকরিল্যা গ্রামের মৃত বসরতুল্লাহ প্রামাণিকের ছেলে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আলেয়া খাতুন জানান, গত ৬ জুন রমজান ও ঈদ উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ দেওয়া হয়। ১১ জুলাই বিদ্যালয় খোলা হলেও ওইদিন প্রধান শিক্ষক এম রেজাউল হক অনুপস্থিত ছিলেন। চলতি মাসের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত রয়েছেন বলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আলেয়া খাতুন নিশ্চিত করেন। তবে, প্রধান শিক্ষক রেজাউল হক বর্তমানে কোথায় রয়েছেন এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানাতে পারেননি।

বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক জমশেদ আলী জানান, প্রধান শিক্ষক রেজাউল হক মাঝে-মধ্যে বিদেশ যাওয়ার কথা বলতেন। ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য প্রধান শিক্ষকের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দেওয়া হলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। সেই থেকে এখন পর্যন্ত তার ফোনটি বন্ধ রয়েছে। রমজান মাসের শেষ দিকে মোবাইল ফোনে সর্বশেষ কথা হয় তার সঙ্গে। ওই সময় চট্টগ্রামে ইংলিশ কোর্সের ওপর প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন প্রধান শিক্ষক রেজাউল হক।

নিখোঁজ রেজাউল হকের বোন রেহেনা বিবি জানান, রেজাউল হকের সঙ্গে পরিবারের অন্য সদস্যদের তেমন মিল ছিল না। স্ত্রীকে নিয়ে পৃথকভাবে সংসার করতেন। স্ত্রী পান্না বছরের অধিকাংশ সময় বাবার বাড়ি ভারশোঁ গ্রামে অবস্থান করতেন। মাঝে-মাঝে তাদের বাড়িতে এসে কয়েকদিন থেকে আবার বাবার বাড়ি চলে যেতেন। বোন রেহেনা বিবি দাবি করেন, ভাই রেজাউল হক চাকরির জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত গেছেন বলে তিনি শুনেছেন। তবে, নিশ্চিত করে তিনি কিছুই জানাতে পারেননি। এ বিষয়ে থানায় কোনো ডায়েরি করা হয়নি বলেও তিনি স্বীকার করেন।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোখলেসুর রহমান জানান, গত ১০ জুলাই পর্যন্ত বিদ্যালয়টি সরকারিভাবে বন্ধ ছিল। ১১ জুলাই বিদ্যালয় খোলা হলেও প্রধান শিক্ষক এম রেজাউল হক অনুপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির বিষয়ে তার দপ্তরকে অবহিত করা হয়নি জানিয়ে তিনি বলেন, ইতোমধ্যে তার বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান নওফেল আলী মণ্ডলও বিষয়টি অবহিত নন বলে জানান। থানার অফিসার ইনচার্জ মোজাফফর হোসেন জানান, প্রধান শিক্ষক রেজাউল হকের নিরুদ্দেশের বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশে অবহিত করা হয়নি।